জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – অক্টোবর /০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* বান কি-মুন- জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত
* খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংকট ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের (সি.এম.সি.) উদ্বোধন
* উত্তর কোরিয়া : পারমাণবিক পরীক্ষা বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষজ্ঞরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন
* লেবানান : স্কুল পুনরায় খোলায় অবিস্ফোরিত বোমার ঝুঁকি সম্পর্কে ইউনিসেফের আশঙ্কা ব্যক্ত

বান কি-মুন- জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত

১৩ অক্টোবর – করতালি দিয়ে সমর্থন জানানোর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বান কি-মুনকে বিশ্ব সংস্থার পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে নিযুক্ত করে। ৩১ ডিসেম্বর কফি আনানের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনি তার স্থলাভিসিক্ত হবেন।

সাধারণ পরিষদের ১৯২ জন সদস্যের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ও মাথা নুইয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে জাতিসংঘ প্রটোকল প্রধানের সাথে তিনি মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে তিনি বিশ্বের এক নম্বর কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে এই ভাবি মহাসচিব সংস্থার কাজ চালিয়ে নেওয়ার ও জনাব কফি আনানের অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার করেন। তিনি এশিয়া থেকে নির্বাচিত দ্বিতীয় ও জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব।

তিনি বলেন, আমার মেয়াদকালে আমি বিভেদ দুর করতে ও সেতুবন্ধন তৈরি করতে নিরন্তন প্রচেষ্টা চালাব। বিভেদের নয় বরং ঐক্যের নেতৃত্বই এতকাল আমাকে সহায়তা করেছে। আমি মহাসচিব হিসেবেও এ নীতিতে অটল থাকতে চাই।

মি. বান তার বিনীত আচরণের সুনামের কথা উলে-খ্য করে বলেন, এশিয়া হচ্ছে এমন এক অঞ্চল যেখানে বিনয়কে এক মহৎ গুণ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বিনয় কেবল আচরণের ক্ষেত্রে, দর্শন বা লক্ষ্যের ক্ষেত্রে নয়। এর অর্থ অঙ্গীকার বা নেতৃত্বের অভাব নয়। বরং এর অর্থ হল খুব বেশি তর্জন-গর্জন না করে নীরব প্রত্যয়ের মাধ্যমে কার্য উদ্ধার করা।

জনাব বান বলেন, এটাই হয়ত এশিয়ার সাফল্যের এবং জাতিসংঘের ভবিষ্যতের মুল কথা। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সংস্থা তার মুল্যবোধের ক্ষেত্রে নয়, বরং পন্থার ক্ষেত্রে বিনীত। আমাদের ভাষা আরো বেশি বিনীত হওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের কাজ নয়।

জনাব বান বলেন, সকলের জন্য শান্তি, উন্নয়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথে অনেক চোরা গর্ত রয়েছে। একজন মহাসচিব হিসেবে আমার দপ্তরে আমার কর্তৃত্বের অনেকটাই আমি সনদ ও আপনাদের দেওয়া ম্যান্ডেট অনুসারে প্রয়োগ করব। তিনি আরো বলেন, মানবতার সবচেয়ে মুল্যবান সদস্যদের রক্ষা করার এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকির শান্তিপুর্ণ সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের যে দায়িত্ব তা পালনে আমি অধ্যবসায়ের সাথে কাজ করে যাব।

জাতিসংঘ সংস্কার প্রচেষ্টার কথা উলে-খ্য করে তিনি ঘোষণা করেন, আমাদের মনে রাখা উচিত সংস্কার অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় বরং এ সংস্থার মুল উদ্দেশ্যকে আমরা গুরুত্ব দেই বলেই সংস্কার প্রয়োজন। আমাদের সংস্কার প্রয়োজন কারণ আমরা ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পুনরুজ্জীবন কেবল জাতিসংঘের কর্মসুচি ও উদ্দেশ্যের প্রতিই নয় বরং আমাদের একের প্রতি অন্যের বিশ্বাসকেও নবায়ন করে।

জনাব বান, যিনি জাতিসংঘের কোন অপরিচিত মুখ নন, স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সদস্য রাষ্ট্র ও গণমাধ্যমের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। কূটনীতিক হিসেবে কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি জাতিসংঘে তার দেশের মিশনে কর্মরত ছিলেন এবং ২০০১ সালে তিনি তদানীন্তন সাধারণ পরিষদ সভাপতি দক্ষিণ কোরিয়ার হান মুন্-সু-এর চিফ-ডি-কেবিনেট ছিলেন।

জনাব বানের নিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে সাধারণ পরিষদ সভাপতি শেখ হায়া আল খলিফা বলেন, তিনি এমন এক সময়ে দায়িত্ব পেলেন যখন জাতিসংঘ ব্যাপক-ভিত্তিক সংস্কার প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে যুক্ত।

তিনি ঘোষণা করেন, আমরা মহাসচিব কফি আনানের কাছে কৃতজ্ঞ যিনি বহু বিশ্ব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় সুস্পষ্ট ও সামগ্রিক দর্শণ প্রণয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বলেন, আমি আশাবাদী যে, এ সংস্থা তার ভাবি মহাসচিব বান কি-মুনের নেতৃত্বে আরো অধিক কার্যকর সংস্থায় পরিণত হবে এবং সামনে এগিয়ে যাবে।

ভাবি মহাসচিব হিসেবে জনাব বানের প্রশংসা করে জনাব আনান বলেন, তিনি প্রতিটি মহাদেশের সকল দেশ ও অঞ্চলের প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি আন্তর্জাতিক মনোভাবের অধিকারী এবং এ বিশ্ব সংস্থার জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

তিনি বলেন, ৫০ বছর আগে জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ট্রিগ ভ্যালি তার উত্তরসুরি ডেগ হ্যামারশোল্ডকে অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন, আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে অসম্ভব কাজটির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। এ কথা হয়ত সত্যি, তবে আমি বলব পৃথিবীতে এটাই সবচেয়ে উত্তম কাজ।

জাতিসংঘের পাঁচটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর চেয়ারপারসন ও যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রতিনিধি প্রত্যেকেই ভাবি মহাসচিবের কূটনৈতিক দক্ষতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলির প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন এবং বলেন, আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিশ্ব সংস্থার দায়িত্ব যোগ্য ব্যক্তির হাতেই গেছে। গত দশটি বছর জাতিসংঘকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জনাব আনানের অবদানের জন্য তারা তার্ কাজের প্রশংসা করেন।

বক্তৃতাদানের পর জনাব বান তার স্ত্রীর সাথে নীল-সাদা ও মাঝখানে বিশ্বের ছবি আঁকা জাতিসংঘ পতাকার সামনে দাঁড়ান এবং আগত অতিথি ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। সর্বশেষ এশিয়া মহাসচিব মায়ানমারের ইউ থানট (তদানীন্তন) ১৯৭১ সালে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সংকট ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের (সি.এম.সি.) উদ্বোধন

১২ অক্টোবর - আজ জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নতুন সংকট ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের (সি.এম.সি.) উদ্বোধন করা হয়। এখানকার ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণে পারদর্শী বিশেষজ্ঞগণ বিশ্বের যে কোন স্থানে বার্ড ফ্লুসহ অন্যান্য প্রধান প্রাণী স্বাস্থ্য ও খাদ্য স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সংকট মোকাবেলায় সপ্তাহের সাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা সদা প্রস্তুত থাকবেন।

রোমে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সি.এম.সি.-এর উদ্বোধনকালে ফাও (এফ.এ.ও)-এর মহাপরিচালক জ্যাকুইন ডফ বলেন, গত তিন বছর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বার্ড ফ্লু-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকালে ফাও (এফ.এ.ও)-যে বিষয়গুলো শিখেছে তার একটি হলওগতিই মুল কথ্য। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় স্বল্পতম সময়ে আমাদের সবাইকে সতর্ক করতে হবে। যেসব ব্যাধি ভয়াবহ দ্রুততায় সীমান্ত ও মহাদেশের সীমানা অতিক্রম করে তা প্রতিরোধে আমাদেরকে অবশ্যই ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্যারিস-ভিত্তিক প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশ্ব সংস্থার (ও.আই.ই.) সহযোগিতায় এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আন্ত-সীমান্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ রোগ প্রতিরোধে এবং উদ্ভিদের পোকামাকড় ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংকট মোকাবেলায় ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের সামর্থ্য তৈরি করাই এ কেন্দ্রের কাজ।

উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এ কেন্দ্রের ১৫জন বিশেষজ্ঞ ও পশুরোগ চিকিৎসক সারা বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত রোগ সংক্রান্ত সর্বশেষ তথ্য

ক্রমাগত নজরদারি করে চলেছেন। বিশ্বের যে কোন স্থানে মহামারির সম্ভাবনা দেখা দিলে সি.এম.সি. ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করতে সক্ষম ।

জনাব ডফ বলেন, রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সি.এম.সি. ফাও-এর ক্ষমতাকে আরো এক ধাপ বৃদ্ধি করবে। তিনি বলেন, বার্ড ফ্লু-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সারাবিশ্বে প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের প্রতি সবচেয়ে মারাত্বক এ হুমকি মোকাবেলায় অর্জিত অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিছুটা সন্তুষ্টি, কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে পারে।

তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, উৎসাহব্যঞ্জক ও প্রকৃত অগ্রগতি অর্জন সত্ত্বেও আমাদের সতর্কতার ঢিল দিলে চলবে না। যখন টাইম বোমার মত ভয়াবহ বার্ড ফ্লু সম্পূর্ণ নির্মুল হবে এবং মানব সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে না কেবল তখনই আমরা শান্ত হব।

বিশেষজ্ঞরা আশংকা করেন বার্ড ফ্লু মানব সংক্রমণে রুপান্তরিত হতে পারে এবং মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।এটি ১৯১৮ সনের স্প্যানিশ ফ্লু-এর মত ভয়াবহ মানব মহামারি হিসেবে দেখা দিতে পারে। এতে দু'বছরের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে প্রায় ২ থেকে ৪ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেন।

জনাব ডফ বলেন, যদিও ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, পুর্ব ইউরোপ এবং ককেশাস অঞ্চল এ রোগের হুমকির মধ্যে রয়েছে, অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে।

জার্মানির প্রাক্তন প্রধান পশু কর্মকর্তা কারিন সোয়াবেনবয়ার সি.এম.সি.-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

উত্তর কোরিয়া : পারমাণবিক পরীক্ষা বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষজ্ঞরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন

১১ অক্টোবর - পারমাণবিক পরীক্ষার পর গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার (উত্তর কোরিয়া) বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় যে বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আজও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য খসড়া প্রস্তাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও তা বাস্ত বায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অনুচ্ছেদ প্রয়োগ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আজ সকালে মহাসচিব কফি আনান বলেন, আমি মনে করি নিরাপত্তা পরিষদ এ নিয়েই নিজেদের মধ্যে নিবিড়ভাবে আলোচনা করছে। আমি আশা করি তারা মতৈক্যে পৌঁছুবে এবং কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

উলেখ্য, সনদের সপ্তম অনুচ্ছেদে শান্তির প্রতি হুমকি বা শান্তি ভঙ্গের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ও শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়। একই সময়ে তিনি উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-ইলকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার আহবান জানান এবং বলেন, তিনি মনে করেন যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার পরস্পরের সাথে কথা বলা উচিত।

জনাব কিম কি বিশ্বের জন্য একটি বড় হুমকি, নাকি সামান্য একজন বিরক্তসৃষ্টিকারী এ প্রশ্নের উত্তরে জনাব আনান বলেন, আমি মনে করি এটা স্পষ্ট যে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছার প্রতি এবং তার প্রতি যত আবেদন অনুরোধ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেননি। তিনি একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, যা আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি মনে করি আমাদের উচিত তাকে জড়িত করা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যুক্তরাষ্ট্রের কি উত্তর কোরিয়ার সাথে সরাসরি দ্বি-পক্ষীয় আলোচনা করা উচিত-এ প্রশ্নের উত্তরে মহাসচিব বলেন আমি সবসময়ই বলে আসছি যে আমাদের উচিত সেসব পক্ষের সঙ্গে কথা বলা, যাদের আচরণ আমরা পরিবর্তন করতে চাই, যাদের আচরণ আমরা প্রভাবিত করতে চাই।

তিনি আরো বলেন, এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার কথা বলা উচিত, তারা তো অতীতের কথা বলেছে।

নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে যুদ্ধ ঘোষণার সমান এবং আরো পারমাণবিক পরীক্ষা সম্ভব- উত্তর কোরিয়ার এমন বিবৃতি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব আনান উত্তর কোরিয়ার কর্তৃপক্ষকে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে না করার আহবান জানান...। ইতিমধ্যে আমরা ভীষণ জটিল অবস্থার মধ্যে আছি। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ ভেটো ক্ষমতাধারী দেশ- চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র -একটি খসড়া প্রস্তাব আলোচনার জন্য গতকাল বৈঠক করেন। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বৈঠক গত সোমবার, যেদিন পারমানবিক পরীক্ষার খবর পাওয়া যায়, সেদিন থেকে চলছে। সেদিনই পরিষদ পরামর্শসভা করে, সেখানে পরীক্ষার তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

জনাব আনানকে আজ প্রশ্ন করা হয় তার উত্তরসুরি দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বান কি সুনের কি উত্তর কোরিয়া ইস্যুতে ব্যক্তিগতভাবে আরো বেশি জড়িত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

জনাব আনান বলেন আমি মনে করি এ বিষয়ে তার একটা সুবিধা আছে কারণ তিনি ইতিমধ্যে এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনেক গভীরভাবে জড়িত। তিনি সংস্কৃতি ও অঞ্চলকে ভালভাবে জানেন। তিনি এতে জড়িত মুখ্য কর্মকর্তাদেরও চেনেন। আমি মনে করি এটাই তাকে এ বিষয়ে আলাদা করে। এখন তিনি এ বিষয়ে সরাসরি যাবেন কিনা বা কখন যাবেন তা অনেকটাই নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর এবং এটি হবে একটি বিবেচনার বিষয়। আজ পরবর্তী সময়ে জনাব আনান জনাব বানের সাথে দেখা করবেন।

জনাব আনান ৩১ ডিসেম্বর মহাসচিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবেন। অন্যদিকে জনাব বান আগামী মহাসচিব হিসেবে সোমবার ১৫-সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু ১৯২-সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ কর্তৃক তাকে অফিসিয়ালভাবে নিয়োগ পেতে হবে।

লেবানান : স্কুল পুনরায় খোলায় অবিস্ফোরিত বোমার ঝুঁকি সম্পর্কে ইউনিসেফের আশঙ্কা ব্যক্ত

১০ অক্টোবর - লেবাননের যে শিশুরা আগামী সপ্তাহে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা প্রায় ১০ লক্ষ অবিস্ফোরিত বোমার কারণে অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) আজ একথা জানায়। এ বছর গ্রীষ্মে ইসরাইল ও হিজবুল--াহ্‌র মধ্যকার ৩৪ দিনের যুদ্ধে এসকল বোমা অবিস্ফোরিত থেকে যায়।

জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে ইউনিসেফের মুখপাত্র মিখাইল বচিয়ারকিভ বলেন, সংস্থাটি অবিস্ফোরিত বোমা বা গুচ্ছ বোমা দেখতে কেমন সে সম্পর্কে পরিবার ও শিশুদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, অবিস্ফোরিত গুচ্ছ বোমার সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে এবং বিশেষত যেহেতু শিশুরা পুনরায় স্কুলে যাচ্ছে তাই এটা তাদের জন্য এক বড় হুমকি হতে পারে। ১৬ অক্টোবর থেকে স্কুল খুলছে।

গত মাসের শেষে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা জানায় গুচ্ছ বোমা আঘাত হেনেছে এমন ৫৯২টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য মোট ১০ লক্ষ বোমার মধ্য থেকে ৪০ হাজার অবিস্ফোরিত বোমা ধ্বংস করা হয়েছে। ১৪ আগস্ট থেকে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সকল ধরনের অবিস্ফোরিত বোমার কারণে ১৪ জন নিহত হয়েছে এবং ৯০ জন আহত হয়েছে।

** ** **